২৭তম বিসিএস এবং রনিনের বাংলাদেশ

শুক্রবারের সকাল। অন্য আট দশটা দিনের সাথে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো সরগরম হয়ে উঠেছে। কেউ ব্যস্ততা নিয়ে ব্রাশ করছে,কেউবা উঠে পাশের রুমের বন্ধুটিকে জাগিয়ে তুলছে, কেউ আবার পিঠে গামছা ঝুলিয়ে দৌড়াচ্ছে গোসলখানার দিকে। নাস্তার দোকানে গিয়ে কেউ কেউ কোনরকমে একটা ডিম মামলেট খেয়েই উঠে পড়ছে তড়িঘড়ি করে। ইউনিভার্সিটি এলাকায় মোট আট ধরনের ডিম পাওয়া যায়। অমলেট, মামলেট, পোজ, হাফ বয়েলড, ফুল বয়েলড, ফ্রাই,ঝাল ফ্রাই এবং সর্বশেষ সংযোজন লটপটি। আজ আর কেউই আয়েশ করে বসে আট রকমের ডিম থেকে পছন্দ মতটি অর্ডার করে খাবার সময় পাচ্ছেনা। সর্টকাট মামলেটে চলে যাচ্ছে।

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছে রনিনও। রনিন রায়হান চৌধুরী। রাতে একদম ঘুমোতে পারেনি। রাতে ঘুম কম হলে সকালে উঠেই তার বমি বমি ভাব হয়। রুমের বাইরে এসে হালকা বমি করতে থাকে রনিন। উপরের তলা থেকে একজন হাসি হাসি মুখে জিজ্ঞেস করে - কী ভাই কয় মাস চলে? ইউনিভার্সিটিতে এগুলো চলতি রসিকতা। কারো সাথে ঠাট্টা করা মানেই তাকে যেকোন উপায়ে মেয়েদের সাথে তুলনা করে দেয়া। কাউকে স্টুপিড বলা হলে সে মেনে নেবে, বন্ধুরা বন্ধুদের স্টুপিড বলতেই পারে। কিন্তু কাউকে লেডিস বলা হলে সেটা কোনও ভাবেই মেনে নেয়া যাবেনা। এদেশে মেয়েরা যে স্টুপিডের থেকেও স্টুপিড। হঠাৎ চমকে ওঠে রনিন। এখনতো এসব ভাবার সময় নয়। এক্ষুণি বের হতে হবে। একটু পরেই যে পরীক্ষা।

হল থেকে বের হতে হতে সবাই শেষ বারের মত প্রশ্নের উত্তরগুলি দেখে নিচ্ছে। শুধু উত্তরটাই দেখে নিচ্ছে, প্রশ্নটা কি সেটার দিকে কারো কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। অবশ্য সবাই প্রিপারেশানও নিয়েছে ভালোই। যে যেদিক থেকে পেরেছে টাকা যোগাড় করে রেখেছে। বন্ধু-বান্ধবীর কাছ থেকে, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে, পরিবার পরিজনের কাছ থেকে। এখন ভাল প্রিপারেশান নেয়ার মানেই হল বেশী করে টাকা যোগাড় করে রাখা। আর প্রিপারেশান ভাল থাকার কারণেই রাত দশটায় একেবারে প্রথম দিকে প্রশ্ন হলে আসার সাথে সাথেই সবার হাতে হাতে পৌঁছে যায়। পলিটিক্যাল পাণ্ডারা প্রশ্ন নিয়ে রুমে বসে থাকল আর স্টুডেন্টরা নির্দিষ্ট টাকা দিয়ে এক এক সেট করে প্রশ্ন নিয়ে আসতে লাগল। অবশ্য যে সমস্ত স্টুডেন্টরা পলিটিক্যাল পাণ্ডাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছিলো অর্থাৎ দেখা হওয়া মাত্রই আসসালামুয়ালায়কুম বলে কুমকুম কিংবা বাকবাকুম করে উঠতে পেরেছিলো, তারা তাদের সেই কৃত কর্মের সুফল কিন্তু সেদিনই পেয়ে গিয়েছিলো। প্রতি প্রশ্নে তাদের জন্য দুইশ টাকা ছাড়। কৃতজ্ঞতায় গদ্গদ হয়ে তারাও আরো সুন্দর করে সালাম দেবার ব্যাপারে সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলো। শুধুযে পলিটিক্যাল পাণ্ডারা ব্যবসা করেছে সেটা বলা অন্যায় হবে। নিজ উদ্যোগে

কিছু কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী স্টুডেন্টও ব্যবসাকার্যে ব্যাপক পারদর্শিতা দেখিয়েছে। ইয়াং এন্ট্রেপ্রেনিওর।

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের ডিলাররাও প্রস্তুত ছিল। বুয়েট, মেডিক্যাল এর প্রতিনিধি, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা সবাই একটু পর পরই মোবাইল ফোনে সর্বশেষ পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছিল। দিন বদলের প্রক্রিয়ায় মোবাইল কম্পানীগুলোর অবদান অস্বীকার করার আর কোনও উপায় থাকলনা। তাদের কল্যাণেই সবাই যথাসময়ে সব জিনিস পেয়ে গেল। মাসের পর মাস চেষ্টা করেও যে প্রেমিকার মন গলানো যাচ্ছিলোনা, তার জন্য এ চরম উপকারটুকু করার সুযোগ পেয়ে প্রেমিক সম্প্রদায়ের লোকজন খুশিতে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ আর আত্মহারা হয়ে উঠল।

সাতাশতম বিসিএস এর প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্ন আউট। কিন্তু প্রশ্ন আউট হলেও পাশ মার্কস পাবেনা এরকম স্টুডেন্টদের সংখ্যা বিশ্ববিদ্যালয়,বুয়েট, মেডিক্যালে কম নয়। এখানেই রনিন রায়হানদের সার্ভিস জরুরী হয়ে পড়ে। রনিন নটর ডেম কলেজ থেকে এইচ,এস,সি পাশ করে এবং একই সাথে বুয়েট, মেডিক্যাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকের সাবজেক্টগুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। সর্বশেষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ থেকে ট্যালেন্টপুল স্কলারশীপ নিয়ে অনার্স কমপ্লিট করে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বারধারী কয়েকজনমাত্র স্টুডেন্টকে ট্যালেন্টপুল স্কলারশীপ দেয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হবার সুযোগ কিংবা দেশ-বিদেশে সফটওয়্যার লাইনের মোটা বেতনের চাকুরী করার সুযোগ রনিনের আছে। কিন্তু কোনও এক কারণে রনিনের মনে হলো বছরের পর বছর চরম একাগ্রতা আর চরম পরিশ্রম করে নিজেকে সে গড়ে তুলেনি বিদেশীদের সার্ভিস দেয়ার জন্য। রনিন সিদ্ধান্ত নেয়, না খেয়ে মরে গেলেও দেশের জন্য নিজেকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে, তবু বিদেশে গিয়ে সেট হবেনা, দেশেই থেকে যাবে। বন্ধু-বান্ধব কিংবা ক্লাসমেটদের শতবার বুঝানোর পরও রনিন তার সিদ্ধান্তে অটল ।

রনিনের ইচ্ছার কথাটা অনেকেই জানতো, প্রিপারেশানও স্বভাবতই ভালো ছিল। অতএব প্রশ্নসমূহের সমাধান এর জন্য অনেককেই আসতে হলো রনিনের রুমে। কিন্তু রনিনের মনে-প্রাণে বিশ্বাস এ হতে পারেনা। এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্ন এবাবে আউট হয়ে যেতে পারেনা। চরম অনীহা সত্ত্বেও রনিনকে রাত জেগে প্রশ্নগুলো সমাধান করতে হলো। হলে থাকতে হলে অন্য জনের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দিতে হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সকালে ঘুম থেকে উঠে বমি করছিলো রনিন।

যথাসময়েই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌছাল রনিন। পরীক্ষার প্রশ্নটা হাতে পেয়েই মাথাটা ঘুরে গেল। হুবহু রাতের সলভ্ করা প্রশ্ন। আউট হওয়া একশ ছয়টা’র মধ্যে পঁচানব্বইটা কমন। রনিন শুধু মনে মনে বলেছিলো, কোথায় যাচ্ছে দেশটা, কোনদিকে যাচ্ছে?

রাতে এসে টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখা গেল, কী চরম আস্থার সাথে জোরগলায় পিএসসি’র সদস্য অস্বীকার করে যাচ্ছে প্রশ্ন আউট হবার অভিযোগ। মুহূর্তে রনিন সদস্যটির মাথায় একটা লাল গামছা দেখতে পেল, হাতে দেখতে পেল শক্ত ছড়ি। রাখাল। মিথ্যাবাদী রাখাল। কিন্তু একটা জিনিস বলতেই হয় যে, এ সমস্ত সদস্যদের প্রশ্ন আউট করে টাকা ইনকাম করার কোনও দরকার হয়না। দুর্নীতির আরো অনেক বড় ক্ষেত্র তাদের জন্য তৈরী করা আছে। যতদূর জানতে পারা যায়, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের একটা অংশ গাড়ীতে করে প্রশ্ন স্থানান্তরের সময় কর্মটি সম্পন্ন করেছে।

শুরু হলো অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ। পত্রিকায় লেখালেখি। একটা দৈনিক পত্রিকার যে অংশটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কেউই পড়েনা সম্ভবত সেটি হচ্ছে চিঠিপত্র বিভাগ। সেখানে যুক্তিসঙ্গত অনেক লেখা আর প্রমাণ দিয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন করে ব্যাকুল হয়ে যাবার পরও চিরাচরিত নিয়মে পরীক্ষা বহাল থাকলো। তবে প্রিলিমিনারীতে যতজন নেয়ার কথা ছিল নেয়া হল তার থেকে অনেক বেশি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হলেও প্রশমন হলো। উল্লেখ্য, প্রিলিমিনারী পরীক্ষার নাম্বার মেধাস্থান নির্ধারণের সময় যোগ করা হয়না, এ নাম্বার দিয়ে শুধু লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

প্রতিবছরই প্রিলিমিনারী পরীক্ষা হবার পরপরই শুরু হয় কোটাবিরোধী আন্দোলন। এবারও তার ব্যতিক্রম হলোনা। বিসিএস পরীক্ষায় ৩০% কোটা মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য। উপজাতি,মেয়েদের,জেলা কোটা এবং আরো কয়েকটি মিলিয়ে সর্বমোট ৬৫% আসবে কোটা থেকে। বাকী ৩৫% মেধার ভিত্তিতে। সরকার মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের লেখাপড়ার খরচ ফ্রি করে দিক, তাদেরকে বৃত্তি দেয়া হোক, তাতে কারো আপত্তি নেই। সেটা না হয়ে কেউ একজন অনেক কম যোগ্যতা নিয়েও, মেধাহীন হওয়া সত্ত্বেও শুধু মুক্তিযোদ্ধার সন্তান বলেই উপরের পদে আসীন হয়ে থাকবে সেটা মানাটা কষ্টকর। তার উপর মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট যে অনেক রাজাকারের কাছেও আছে সেটাতো জানা কথাই। এসমস্ত দাবী নিয়ে ছাত্ররা স্বতঃস্ফুর্তভাবেই আবেদন জানাতে থাকে সরকারের কাছে, সংবাদ সন্মেলন করার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা পত্রিকা যে সমাজে কি ব্যাপক পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং কি ব্যাপক পরিমাণ মিথ্যাচার করতে পারে সেটা রনিন বুঝতে পারল সেই সময়টাতে। বাংলার মানুষ মনে করে দৈনিক পত্রিকায় যেটা লেখা হয় তার থেকে বড় আর কোন সত্য হতে পারেনা। সম্পূর্ণ নেগেটিভ নিউজ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীচক্রের সক্রিয় হবার কথা বলে তাদেরকে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালো পত্রিকাটি। সেদিন প্রথম ভোরের প্রথম আলোতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল শতশত স্টুডেন্টের বিশ্বাস, কলঙ্কিত হয়েছিলো সমাজ। কোটাবিরোধী আন্দোলনের সেখানেই নিস্ফল সমাপ্তি।

এরপর যথাসময়ে হলো লিখিত পরীক্ষা। লিখিত পরীক্ষার সময় সবাই আরো ভালো করে প্রস্তুত হতে লাগলো, অনেক টাকা নিয়ে। ব্যবসায়ীরা প্রস্তুত। মক্কেলরা প্রস্তুত। বেশ কয়েক জায়গা থেকে প্রশ্ন আসতে লাগলো। কোনটির সাথে এবার আর প্রশ্ন মিললোনা। যা হবার কথা ছিলো তা হলো। ব্যবসায় লাভ লোকসান থাকে। ব্যবসায়ীরা মর্মাহত হলো।মক্কেলদের হলো আক্কেল।

তারপর ভাইভা। ভাইভা বোর্ডের কুৎসিত আচরণ সম্পর্কে ভাবতে গেলে রনিনের ঘেন্না ধরে যায়। রনিন দেখেছে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও শিক্ষকরা ভাইভা নেয়ার সময় এমন একটা ভাব দেখায় যেন একটা চোর ধরা হয়েছে। আরা কেন সে চুরি করেছে সেটা বের করে আনার জন্য ভাইভা নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষকরা যেন আশাই করে থাকে স্টুডেন্টরা উত্তর করতে না পারুক, অথচ স্টুডেন্টরা যেন উত্তর দিতে পারে তার জন্যই কি তাদের সব ধরণের চেষ্টা করা উচিত নয়?

পিএসসি'র ভাইভা বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সার্টিফিকেট ছুঁড়ে মারার কাহিনী অনেক আছে।
তুমি চাকরী করলে তোমার স্বামী সেটা মেনে নেবে না কি? স্বামীকে জিজ্ঞেস করে এসেছ না কি? মেয়েদেরকে এ ধরণের প্রশ্নও করা হচ্ছিলো। অতএব, ব্যাপক প্রস্তুতি থাকার পরও ভাইভা বোর্ডে যাবার সময় একটু কাঁপছিলো রনিন। অভিজ্ঞজনেরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো কত সুন্দর করে আস্‌সালামুয়ালায়কুম বলা যায়। বসতে বলার আগে যে কোনভাবেই বসা যাবেনা এবং বসার পর সুন্দর করে থ্যাঙ্ক য়্যু বলতে হবে শুভাকাংক্ষীরা এ ব্যাপারে রনিনকে প্রায় একটা ট্রেনিংই দিয়ে রেখেছিলো। রনিন পড়েছে চেয়ারম্যান ম্যাডাম এর বোর্ডে। ম্যাডাম শুধু জিজ্ঞেস করল কোন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছেন ? কোন সাবজেক্ট? ফ্রান্স এ থার্ড সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত হলে দেশকে কিভাবে উপস্থাপন করবেন?তারপর ম্যাডাম রনিনের সবগুলো পরীক্ষার মার্কশীট দেখলেন। আর একটি প্রশ্নও নয়। পাশে বসা যুগ্মসচিব সাহেবকে বলেই ফেললেন ম্যাডাম, আমি আর কোনও প্রশ্ন করবনা, আপনি চাইলে করতে পারেন। যুগ্মসচিব সাহেব কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর কয়েকটি শিশুসুলভ প্রশ্ন করলেন। হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার এর পার্থক্য কি? ইন্টারনেট কি? বাংলাদেশে ইন্টারনেট এর স্পীড কত? এভাবেই শেষ হল রনিনের ভাইভা। উল্লেখ্য প্রথম চয়েস ফরেন অ্যাফেয়ার্স হবার কারণে সম্পূর্ণ ভাইভা এ ছিলো ইংরেজীতে, অন্যথা বাংলায় ভাইভা নেয়া হয়।

এর মধ্যেই রনিন প্রাইভেট ফার্ম এ জয়েন করেছে এবং বিসিএস এর রেজাল্ট না হবার কারণেই ফার্ম এর সাথে চুক্তি করা যাচ্ছিলনা, বাড়ছেনা সেলারীও। ফার্ম থেকে দেশের বাইরে পাঠানো কিংবা অন্য কোন বড় প্রজেক্টে যুক্ত করাও সম্ভব হচ্ছেনা রনিনকে। চুক্তি ছাড়া ফার্ম গুলোর এ ধরণের রিস্ক নেবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু সবকিছুর পরও রনিনের একটাই টার্গেট সরকারি চাকুরী, দেশে থাকার অসম্ভব ইচ্ছা। পেলই না হয় কম সেলারী, দূরে ঠেলে দিল বিলাসবহুল জীবনের হাতছানি। তবুওতো তার স্বপ্নের

বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

যথাসময়ে রেজাল্ট হল। রনিন এডমিন এ চান্স পেল। মানুষজন যেটাকে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে জানে। সম্পূর্ণ ভুল কারণে বাংলার মানুষ অতিমাত্রায় সন্মান দেখায় এ পদটিকে। এ দেশে সন্মান নির্ধারণ হয় কে কার কতটুকু ক্ষতি করতে পারে তার উপর নির্ভর করে। উপকার করার ক্ষমতা এখানে কোনও ক্ষমতাই নয়। সাধারণ মানুষের ধারণা এ পদটিতে যারা থাকেন তারা চাইলেই যে কাউকে যে কোনও সময় জেলে পুরে দিতে পারেন। অতএব, এ পদের সন্মান অত্যাধিক।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়ে গেল যথাসময়ে। সেখানে ডাক্তার জিজ্ঞেস করল, আপনার কি মনে হয় আপনার স্বাস্থ্য ভালো? রনিন ভালো বলার পর ডাক্তাররা সবাই মিলে সাইন করে দিল। এ ধরনের হাস্যকর কর্মকান্ড কেন যে করা হয় রনিন বুঝতে পারেনা।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা দেবার কিছুদিন পর একপাল পণ্ডিত মিলে সিদ্ধান্ত নিল পরীক্ষা বাতিলের। ইতোমধ্যে পার হয়ে গেছে দুইয়ের অধিক বছর। অনেকে তাদের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে, অনেকে নতুন চাকুরীতে জয়েন করেন নি। অনেক মেয়েদের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। কী হবে তাদের? বেকার সমস্যায় জর্জরিত একটা দেশের যুব সমাজের জন্য এর থেকে বড় দুঃখের বিষয় কি হতে পারে। পিএসসি'র মিথ্যাবাদী রাখালরা কার কার থেকে টাকা নিল তার জন্য এতগুলো ছেলে-মেয়ের জীবন বিশৃংখল করে দেয়া হল। অবার দিতে হবে মৌখিক পরীক্ষা। আরো পার করতে হবে অলস মূল্যবান সময়।

অবারো মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডে রনিন। এবার আর হৃদকম্পন নয়। সাহস নিয়েই উপস্থিত হল রনিন। প্রথমেই বলা হল আপনার প্রথম চয়েস যেহেতু ফরেন অ্যাফেয়ার্স আপনি উত্তর দিবেন ইংরেজীতে আমার প্রশ্ন করবো বাংলায়। অতি নিকৃষ্ট মানের প্রস্তাব। প্রথম প্রশ্ন, আপনি কেন ফরেন অ্যাফেয়ার্স এ যেতে চান। উত্তর দিল রনিন। পরের প্রশ্ন আপনার সাবজেক্ট কম্পিউটার বিজ্ঞান কিন্তু আপনি এখানে আসতে চান কেন? আপনি আপনার জ্ঞান এখানে কাজে লাগাবেন কোথায়? এখানে আপনার আসাটা কী অন্যায় হবে না? আরে বুদ্ধিমানের দল, সেটাই যদি হবে তবে কেন আগে বলে দেসনি যে, কম্পিউটার বিজ্ঞান এর ছেলেরা এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেনা। জেনারেল ক্যাডারে কি মানুষ সাবজেক্টের জ্ঞান কাজে লাগাতে আসে? ঘেন্নায় রনিনের অস্বস্তি শুরু হয়। কোনভাবেই তারা মানতে নারাজ, কোনভাবেই তারা বুঝবেনা যে রনিনের সরকারি চাকুরীতে আসা উচিত। রনিন বের হয়ে আসে চরম হতাশা নিয়ে।

রনিন ভাল করেই জানে ভাইভাতে শুধু তাকে পাস মার্ক্স দেয়া হলেও তার চান্স হয়ে যাবে। কিন্তু বহু সময় পার হয়ে গেছে। আর কত? আর কত অনিশ্চয়তার মাঝে থাকবে সে? জীবন নিয়ে আর কত অবহেলা? রনিনের বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই যার যার অবস্থানে

সেট হয়ে গেছে। জীবনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বছর রনিন ব্যয় করেছে বিসিএস'র পেছনে। ২০০৫ থেকে ২০০৭। এখনও চলছে। আজ অনেকদিন পর তার মনে হচ্ছে সে সময়টুকু ব্যয় করেনি, অপব্যয় করেছে। অনেক আগেই বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে শিক্ষকদের অনেকেও তাকে বলেছিলো, বারণ করেছিলো এর পেছনে সময় নষ্ট না করতে। রনিন শোনেনি। আজ তার জীবন থেকে অযথাই হারিয়ে গেল তিনটি বছর। কিন্তু তাতে কি? এ দেশে কোন মানুষ প্রতিকুলতার মাঝে বড় হয়নি? একপাল রাখালের উপর বিরক্তির কারণেতো সে তার দেশের উপর রাগ করে থাকতে পারেনা। রনিন ঠিকই ফিরে যাবে বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে। কামার,কুমার, কৃষক, জেলেদের কাছে, মজুরের কাছে, শ্রমিকের কাছে। ছুঁতোরের কাছে,গলির মুখের পানের দোকানদার, মাঝি-গোয়ালার কাছে। যদি পারে, অন্ততঃ একজন বাঙ্গালির জীবনকে হলেও সাজিয়ে দিবে রনিন, জীবন চলার পথ সহজ করে দিবে। অনেক প্রত্যয় নিয়ে কথাগুলো মনে মনে বলতে পারলেও ঠিক সেই মুহূর্তে রনিনের চোখ থেকে পড়া দু'ফোঁটা জলে সিক্ত হলো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এর বিমান। নীচে অনেক নীচে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, রনিনের অনেক অনেক ভালবাসার বাংলাদেশ।

পরশপাথর
১৬-০৯-০৭
poroshpathor81@yahoo.com